দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

15

স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও সরকারের হস্তক্ষেপ

# উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ

মোহাম্মদ ফজলে আজিম।। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সরকার হস্তক্ষেপ করে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীতে সরকারের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ায় বাউবির শিক্ষক কর্মকর্তা সর্বস্তরে চরম ক্ষোভ, অসন্তোষ বিরাজ করছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে দু'জন শিক্ষক ও দু'জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

গত ২৯ মার্চ রাত সাড়ে ৮টায় বাউবির স্কুল অব এডুকেশন বিএড প্রোগ্রামের অনুষ্ঠান রেডিওতে সম্প্রচারে যে বক্তব্য ছিল তা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারের মনঃপুত হয়নি। সে অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ না বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে জাতির পিতা বলা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারী বাউবি'র ভিসিকে ফোন করে এর কারণ জানতে চান। পরে প্রেস সেক্রেটারী এসব "ভুল, বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য" সম্প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার চাপ দেন। এতে ভিসি একটি তদন্ত টীম করলে একজন প্রভাষক, মিডিয়া বিভাগের পরিচালক ও প্রযোজককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এ অবস্থায় সম্প্রতি বাউবি'র বোর্ড অব গভর্নর শুধুমাত্র এ ঘটনা নিয়ে একটি জরুরী সভায় মিলিত হয়। সভায় ভিসি জানিয়েছেন, বাউবি স্কুল অব এডুকেশনের বিএড প্রোগ্রামের সমাজ বিজ্ঞান ইউনিট-৪ সিডিউল-১-এর সমাজ বিজ্ঞান ইউনিট-৪-এর স্বাধীন বাংলাদেশ অধ্যায়ের পাঠ-৩

(৪-এর পাতায় দেখুন)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলী ও স্বাধীনতা ঘোষণা, পাঠ-৪ ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং পাঠ-৫ ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন রাষ্ট্রের ভূমিকা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়েছে তাতে ইতিহাস সম্পর্কে ভুল, বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করা হয়। যা প্রধানমন্ত্রীর প্রেস বিভাগ থেকেও বলা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে কোনটি ভুল, বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিমূলক তা উল্লেখ করা হয়নি। জানা যায়, বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সভায় শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে 'সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী' বাউবির স্কুল অব এডুকেশনসহ সকল স্কুলের বইসমূহ (বিশেষত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়সমূহ) সম্পদনা করা ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা সচিব এ বই সম্পাদনা কমিটি গঠনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বিশেষজ্ঞদের একটি নামের তালিকা দেয়া হবে বলেও জানান। বৈঠকে পূর্বে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা তিনজনের বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে স্কুল অব এডুকেশনের ডীন ও সে তিনজনের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ পদান করা হয়।

বাউবি'র বোর্ড অব গভর্নর্স-এর এসব সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কি পড়ানো হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত নিজস্ব। একাডেমিক কাউন্সিলই ঠিক করবে বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিষয়ে কি পড়ানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস বিভাগ যে বই সম্পর্কে ইতিহাস বিকৃতি, ভুল, অসম্পূর্ণ বলে বলা হয়েছে সে বইটি বাউবি একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত। এর উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। করলে তা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার চিন্তার স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার দলীয় চিন্তা-চেতনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যসূচীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করছে বলে বাউবি'র শিক্ষক কর্মকর্তারা জানান।

SHEET — OF — SHEETS